কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দেশব্যাপী বিএনপির চলমান কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি। রবিবার বিকালে এ কর্মসুচী পালন করেন দলটি।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ উপলক্ষে দুপুরের পর কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডে নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকে। এরপর বিকাল ৫ টার সময় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি বলুহর বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরে এসে কলেজ বাসস্ট্যান্ডের সমাবেশ স্থলে এসে যোগদান করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভুইয়া, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল।

এ সময় নেতারা বলেন গুলি ও হামলা করে এ আন্দোলনকে দমানো যাবে না। এ ছাড়া এ আন্দোলনে সফলতা না আসা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরবেন না বলে দৃঢ প্রতিজ্ঞ।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার দপ্তর সম্পাদক ও হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার প্রধান উপদেষ্টা ইউনুছ আলী।

হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মজিবার রহমানের সঞ্চালনায়, আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি জহিরুল ইসলাম জহির। সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিলন। সাংগঠনিক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা। প্রচার সম্পাদক রাসেল শাহ্।

নির্বাহী সদস্য শহিদুল ইসলাম,রিকাত আলী, লাইলী আক্তার বেবী, সাবিনা ইয়াসমিন, মামুন হোসেন, জয়নাল হোসেন, সেলিম উদ্দিন, সমশের আলী, মুক্তার হোসেন, সোনিয়া খাতুন, আকবর আলি বিশ্বাস,আলেফ উদ্দিন, শারমিন সুলতানা সহ হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

গাংনীর নওপাড়ার জোড়া হত্যা

মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

গাংনীর নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল ও তৌহিদুল হত্যা মামলায় ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস রায় দেন।

একই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের খেদের আলীর ছেলে বাদল হোসেন, ছহির উদ্দীন চৌকিদারের ছেলে আলামিন হোসেন ও হাসেম আলী।

তবে আদালতে শুধুমাত্র বাদল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।এই মামলায় দোষী প্রমানিত না হওয়ায় ১০ জনকে বেখসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারী রাত আনুমানিত সাড়ে ৮ টার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত একদল সন্ত্রাসী নওপাড়া গ্রামের বাহাজেল আলীর বাড়িতে হানা দেয়। এসময় বাহাজেল আলী ও তার আত্মীয় সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম ওরফে তৌহিদ গল্প করছিলেন। সন্ত্রাসীদের দেখে তৌহিদ দৌড়ে পালিয়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ধরে আনার জন্য ঘরের দিকে যেতে চাইলে তাদের বাধা দেন বাহাজেল।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাহাজেল আলীকে রামদা দিয়ে কানের উপর কোপ দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। পরে সন্ত্রাসীরা তৌহিদকে ঘর থেকে টেনে হিচড়ে ভারতীয় নিয়ে যায় ভারতীয় ধলা সীমান্তে। সেখানে তাকেয় গুলি ও জবাই করে হত্যা করে ভারতীয় তার কাটার সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

পরের দিন সকালে ভারতীয় তারকাটা থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ। এছাড়া বাহাজেলকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল ও পরে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এঘটনায় তৌহিদুলের ভাই আমিনুল ইসলাম বাদী হয়ে ১৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার গাংনী থানার মামলা নং ৩. তারিখ

০৭/০১/২০০৫ ইং।

দীর্ঘ তদন্ত শেষে ০৮/০৫/২০০৫ ইং তারিখে গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) মেজবাহ উদ্দীন ও আনোয়ার আলম আযাদ ১৩ জনের নামে চার্জশীট প্রদান করেন। মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলায় রাস্ট্রপক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামি পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম, খন্দকার আব্দুল মতিন ও কামরুল ইসলাম।

মেহেরপুরে ধর্ষনের ঘটনায় আসামী গ্রেফতারের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার পৃথক দুটি ধর্ষনের ঘটনায় সুষ্ঠ তদন্তসহ আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার সময় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র আমঝুপি (মউক) হল রুমে এ সাংবাদিক সম্মেলণ অনুষ্ঠিত হয়।

মানবউন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী প্রধান, আশাদুজ্জামান সেলিম। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি সাংবাদিক রফিক উল আলম।

এসময় প্রিন্ট ও অনলাইন পোর্টালের গণমাধ্যম কর্মী ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউকের বিভিন্ন স্তুরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত ৩১/০৮/২২ ইং তারিখে গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের মজনু শেখের মেয়ে প্রতিবন্ধী নারীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ ও ২৪/০৮/২২ ইং তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের ৯ শ্রেনীর এক

ছাত্রী ধর্ষনের ঘটনায় আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সংস্থাটি।

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

প্রতিবেশীর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর শহরের নারী বীর মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহার পরিবার।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহাকে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী দেয়াসহ মেহেরপুর পৌরসভার রাস্তা তার বাড়ির গেট ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিবারটির বিরুদ্ধে।

সূরাহা পেতে মেহেরপুর পুলিশ সুপার, পৌরসভার মেয়রসহ নানা যায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা বেগম সালেহা জানান, আমার পরিবারে আমার ছেলেসহ মাত্র ৪ জন লোক। চাকুরির সুবাদে ছেলে স্কুলে চলে যায়। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ স্বামী।

আমার প্রতিবেশি শহরের ওষধ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য সামিউন বাশিরা পলি এবং তার লোকেরা আমার পরিবারের উপরে চরম অত্যাচার ও মানষিক নির্যাতন করেন।

এব্যাপারে আনারুল ইসলাম মিয়া বলেন, এই পথটি আমার নিজের কেনা জমির উপরে। আমার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ায় তার অনুরোধে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি জেলা পরিষদ থেকে অচিরেই পাকাকরণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সালেহা নিজের বাড়ির সামনের সরকারি যায়গা অটো গ্যারেজ করে ভাড়ায় দিয়ে আমার নিজের জমির পথ নেওয়ার জন্য ফ্যাসাদ করছেন।

আনারুল ইসলাম মিয়ার স্ত্রী জেলা পরিষদের সদস্য সামিউন বাসিরা পলি বলেন, তার বাড়ির সামনে দিয়ে পথ থাকলেও সে আমার জমির পথ দিয়ে হাটার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমাসহ নানা ফ্যাসাদ করে আসছেন। সে ডিসি, এসপি, ওসি, এ্যাসিল্যান্ড এমন কেও নেই যাদেরকে এখানে আনেনি।কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। ওই পথে আরো যায়গা থাকতে মুক্তিযোদ্ধার ঘরের দরজা ও জানালার পাশে ইটের স্তুপ জড়ো করেছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমি অল্পদিনেই রাস্তা ছেড়ে দেবো।

ঝিনাইদহে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত

ঝিনাইদহে পাগলা কুকুরের কামড়ে নারীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার রাত ও শনিবার সকালে শহরের আরাপপুর ও সদর উপজেলার হলিধানী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়,রাত থেকে সকাল পর্যন্ত আরাপপুর মাস্টারপাড়া,উকিলপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে একটি কুকুর পথচারীদের কামড়াতে শুরু করে।এলাকাবাসী তাড়া করলে তা শহরের বাইরে চলে যায়।

এছাড়াও সদর উপজেলার হলিধানী এলাকায় কুকুড়ের কামড়ে বেশ কয়েকজন আহত হয়।আহতদের মধ্যে ২০ জনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরাপপুর এলাকার রহিমা খাতুন বলেন, আমি সকালে হাটতে বের হলে একটি লাল রংয়ের কুকুর এসে কামড়াতে শুরু করে। আমাকে কামড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে শুনি রাস্তায় যাকে পেয়েছে তাকেই কামড়িয়েছে। একই এলাকার নাজমা খাতুন বলেন,আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসতেই কুকুরটি কামড় দিয়ে পালিয়ে যায়।অনেক মানুষকে কামড়িয়েছে।অনেকের শরীর থেকে মাংস ছিড়ে নিয়েছে।

খবর পেয়ে লোকজন কুকুরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাপস কুমার জানান,হাসপাতালে কুকুরের কামড়ে রোগী এসেছিলো। কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে।

নেপালে ভূমিধসে মৃত্যু ১৪, নিখোঁজ ১০

নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে কমপক্ষে ১৪ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এঘটনায় আরও ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা। শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এতথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে প্রায় সাড়ে ৪০০ কিলোমিটার পশ্চিমে আচ্ছাম জেলায় ভূমিধস হয়।

পুলিশের মুখপাত্র দান বাহাদুর কার্কি জানিয়েছেন, ভূমিধসে ৫টি ঘর মাটিচাপা পড়েছে, উদ্ধারকর্মীরা কর্দমাক্ত জঞ্জাল সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করেছেন। তাদের দ্রুততার সঙ্গে কাছাকাছি একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ ১০ জন জঞ্জালের নিচে আটকা পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাহাদুর কার্কি আরও বলেন, ১০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের সন্ধানে উদ্ধারকর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন।

এদিকে চীনের বার্তা সংস্থা সিনহুয়া প্রতিবেদনে বলছে, ভূমিধসের ঘটনায় ১৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। দুযোর্গের কবলে পড়ে এখনো আরও ৬ জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর, বর্ষা মৌসুমে ভারি বৃষ্টির কারণে নেপালে বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। দেশটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরে এ পর্যন্ত ভারি বৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধসে ৪৮ জনের

প্রাণহানি হয়েছে। নিখোঁজ হয়েছেন আরও ১২ জন।

মেহেরপুর শহরে জুয়েলারী দোকানে সিধেঁল কেটে দুধর্ষ চুরি, টাকা স্বর্ণ ও রুপা লুট

মেহেরপুর শহরের কাঁশারীবাজার এলাকার আপন জুয়েলার্সে দুধর্ষ সিধেঁল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে চোরের দল।

এতে ২৫ থেকে ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রুপা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে বলে দাবী করেছেন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র।

শুক্রবার দিবগত রাতের কোনো এক সময় (আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর ভোররাত পর্যন্ত)এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আপন জুয়েলার্সের স্বতাধিকারী মহাদেব কুমার পাত্র ও শংকর কুমার পাত্র বলেন শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

আজ শনিবার সকাল ৯ টার দিকে দোকান খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সব কিছুই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুইটি সিন্দুক ভেঙ্গে ২৫/৩০ ভরি স্বর্ণ ও ১০০ রুপাসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

চোরের দল দোকানো লাগানো তিনটি সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা সিসি ক্যামেরারর ভিভিআরটি নিয়ে গেছে।প্রায় অর্ধকোটি টাকার স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

ধারণা করা হচ্ছে, ওই মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে নেমে এসে দোকানের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী

সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন ঘটনাস্থলে আসেন।

জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। সারারাত পুলিশ এই বাজারে ডিউটি করেন। অথচ, এর মধ্যেই এই দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটলো। এর আগেও বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবী জানান, বাজারটিতে পুলিশের টহল বাড়ানো এবং এই ঘটনাটির সাথে জড়িত চোরদের খুটে খুটে বের করে এনে আইনের আওতায় আনা।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) মো: জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও র্যাবের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম বলেন, চুরির ঘটনায় বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব্বোচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে পুলিশ।

কেরুর আওতায় ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষ্য মাত্রা

সরকার আখের মুল্য বৃদ্ধি করায় দর্শনা কেরু চিনিকল সহ এলাকার প্রান্তিক চাষীরা আখচাষে ঝুকে পড়েছে। ২০২২-২৩ রোপন মৌসুমে ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নিয়ে কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমেছে।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর রোপন মৌসুম শুরুর পর স্ব স্ব এলাকার চাষীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজ নিজ জমিতে আখ রোপন করতে দেখা গেছে। মৌসুমি বৃষ্টি জনিত কারনে গত

৪/৫ দিন আখ রোপন সম্ভব না হলেও গত এক সপ্তাহের ব্যাবধানে প্রায় পৌনে দু‘শ বিঘা জমিতে আখ রোপন ও বীজতলা করা হয়েছে। মিলজোন এলাকার বড় আখচাষী মো তৈয়ব আলি জানান গত বছর একমন (৪০কেজি) আখের মুল্য ছিল ১শ৪০ টাকা এবার ১শ ৮০ টাকা।এ জন্য আমি এবার ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমিতে ভাল ও উন্নত জাতের আখচাষ করবো।

মিলের জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া গত মঙ্গলবার জানান এ বছর চিনিকলের খামারে ১হাজার ৫৫৯ ও চাষীর জমিতে ৫হাজার ৫৪১ একর। মোট ৭হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকার দেশের মানুষ ও সাধারন চাষীদের স্বার্থে একমন আখের মুল্য মিলগেট এলাকায় ১শ ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১শ ৮০ টাকা, বহিঃকেন্দ্রে(সেন্টারে) ১শ৩৭ থেকে ১শ৭৬ টাকা করেছে।তা ছাড়া আসন্ন মাড়াই মৌসুম চালুর পর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ থেকে ১৫ দিন পরপর কুইন্টাল প্রতি ৫ টাকা হারে ৫ বার মুল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

যদি ফাউন্ডেশন বা রেজিস্টার বীজ ক্ষেত হয় তাহলে মিলে আখ সরবরাহ যোগ্য আখের চাইতে বীজ আখ কুইন্টাল প্রতি ৮ টাকার স্হলে ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর কেরুর নিজস্ব জমিতে দন্ডায়মান আখ ছিল ১হাজার ৫০ একর, চাষীর দন্ডায়মান আখছিল ৪হাজার ২শ৩০ একর।

যা গত বছরের চাইতে এ বছর প্রায় ২ হাজার একর জমিতে বেশী আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। মিলের আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আঃবারি বলেন আখের মুল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে, যার জন্য আখচাষ বাড়বে তবে চিনির বিক্রয় মুল্য বাড়িয়ে আখের মুল্য আরো একটু বাড়ানো দরকার। জি এম (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন, বলেন আমরা উন্নত জাতের ও চিনি সমৃদ্ধ আখ চাষের উপর জোর দিয়েছি।যাতে করে চাষী ও মিল উভয়ই লাভবান হতে পারে। চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মো মোশারফ হোসেন বলেন ইতি মধ্যে আখের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াই আখচাষীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে ও আখের বীজতলা তৈরি প্রস্তুত বেড়েছে, আশা করা হচ্ছে এ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন এর নির্ধারিত টারগেট (ল্ক্ষমাত্রা) পুরন করতে সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, এ অচ্ঞলের চাষীরা আখ লাগালে সরাকারী ভাবে যে সারের রেট ২২ টাকা কেরু দিচ্ছে ১৬ টাকা যাতে করে কেরু চিনিকলটি সচল ভাবে চলে।এবং লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

হালাল ফুডের উদ্যোক্তা মেহেরপুরের পল্লব

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে মোঃ পল্লব হোসেন।

বর্তমানে তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন এগ্রো প্রোসেস এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত। করোনাকালীন সময়ে দেশ যখন স্থবির হয়ে গেছিলো,, করোনা মহামারী যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো তখন পল্লব এর ভার্সিটি বন্ধ ছিলো, ছিলো না কোনো টিউশনি। কিছু একটা করা লাগবে এই ভেবে শুরু করে দেয় ছোট পরিসরে অনলাইন বিজনেস। যার মুল প্রেরণা ছিলো তার স্ত্রী। তিনিও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তার কিছু শুভাকাঙ্খী।
যেহেতু ফুড নিয়ে পড়াশোনা তাই ফুড নিয়েই বিজনেস করা শুরু করে এবং নিরাপদ খাদ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে কাজ চালিয়ে যায়।

তার প্রোডাক্ট সমুহ প্রাকৃতিক চাকের মধু, লিচু ফুলের, কালো জিরা ফুলের, সুন্দরবন এর খলিশা ফুলের মধু, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হানিনাট, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি, বিভিন্ন শরবত আইটেম, বিভিন্ন বাদাম, ছাতু, খেজুর, সরিষার তেল ও সিজনাল ফল।
সব সময় সে নিজে থেকেই সংগ্রহ করার চেস্টা করে অন্যথায় নিজেদের লোক উপস্থিত থাকে।বর্তমানে সে তার নিজ খরচ চালিয়ে ধীরে ধীরে বিজনেস টা বড় করার চেষ্টা করতেছে,,,তার প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ এ কুরিয়ার এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে,সাথে অফলাইনেও সেল দিয়ে থাকে যশোর শহরে।

দেশ ছেড়ে দেশের বাইরেও তার প্রোডাক্ট চলে গেছে, এবং সুনামের সাথে বিজনেস করে যাচ্ছে।বর্তমানে তার বেশ কয়জন রিসেলার আছে যারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা পাইকারি মধু সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সেল দিয়ে থাকে। বর্তমানে সে প্রতি মাসে ১০০ এর উপর এ ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

ফেসবুক এ HALAL FOOD BD নামে একটা পেজ ও গ্রুপের মাধ্যমে সে

বিজনেস পরিচালিত করে। এখন সে স্বাবলম্বী তার মাসিক বিক্রি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।